দেশ নিয়ে কতকথা-২

জসিম

৪.

এই যে এত সমস্যা দেশ জুড়ে তা নিয়ে মানুষের মনে অনেক যে ক্ষোভ আছে তা মনে হয় না। আমরা যারা কানাডা বা আমেকিার মত উন্নত দেশে থাকি আমরা দেখেছি এখানে মানুষ কত সামান্য কারণে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। একটু অসময়ে বৃষ্টি হলে বা একদিন একটু বেশি বরফ পড়লে বা একটু বেশি গরম হলে এই নিয়েই আলোচনা চলতে থাকবে। বাসে সাবওয়ে রেষ্টুরেন্টে সর্বত্র। আসলে এসব দেশের জীবন এতই ছকেবাধাঁ আর একঘেয়েমিতে ভরা যে আলোচনার আর কোনো বিষয় নেই, অদরকারী বিষয় নিয়েই বেশি কথা বলে লোকজন। কিন্তু বাংলাদেশ তা নয়। বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু ঘটছে। কিছু না ঘটলে ঘটানো হচ্ছে। এক আলোচনা থেকে আর এক আলোচনায় যেতে বেশি সময় লাগে না। বাঙালি জাতির মত এত কম স্মৃতিশক্তির জাতি পৃথিবীতে আর একটিও নেই। দু'মাস আগের ঘটে যাওয়া ঘটনা স্মৃতি থেকে ইরেজ হয়ে যায়। যেমন খালেদা জিয়ার বিগত সরকারকে সর্বকালের সেরা দূর্নীতিবাজ সরকার হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়। অথচ সেই খালেদা জিয়া ১৮ এপ্রিল খুলনার জনসভায় বলেছে বিএনপি কোনো দূর্নীতি করেনি। দূর্নীতি করছে হাসিনার সরকার। এভাবেই চলে আসছে কথামালার রাজনীতি। মানুষ আবার এইসব নেতাদের কথা বিশ্বাসও করছে। নতুন একটি সরকারের দু'বছরও অতিবাহিত হয়নি অথচ এখনই সরকার উৎখাতের হুমকি দিচ্ছে। যারা সরকার পরিচালনা করছে তারাই সেই সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছে। আসলে রাজনীতিবিদরা কেউই দেশ প্রেমিক না। তাদের কাজ হচ্ছে ক্ষমতায় যেয়ে এক অপরকে ঘায়েল করা আর জনগনের সম্পদ লুন্ঠন। খালেদা জিয়া সেদিন বলেছে 'ক্ষমতায় গিয়ে এমন মামলা দেব যে দিনরাত আদালতের বারান্দায়ই থাকতে হবে'।

ঢাকায় দেখেছি মানুষ রাস্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রাফিকজ্যামে বসে থেকেও খুব একটা বিরক্ত হচ্ছে না। এটা তাদের নিয়তি হিসাবে মেনে নিয়েছে। বিদ্যুতের অভাব, পানির অভাব, গ্যাসের অভাব, চাকরির অভাব, আইন শৃঙ্খলার অভাব সবই যেনো জীবনের অঙ্গ। যেনো এভাবেই জীবন পার হবে। হাসিনা খালেদা যখন রাস্তা দিয়ে যায় তখন অন্যদের চলাচল বন্ধ। যেনো তারাই মানুষ অন্যরা সব গরু ছাগল। তারা আরামে চলাচল করে। তাদের কখনও পানির অভাবে গোসল বন্ধ থাকে না, বিদ্যুতের অভাবে আশ ফাঁস করতে হয় না বা গ্যাসের অভাবে রান্নার চুলা বন্ধ থাকে না। সাধারন মানুষের কষ্ট তাদের বোঝার কথা না। এসব নিয়ে মানুষের অভিযোগ থাকলেও তারা

অসহায়। তারা কেনো রাস্তায় নেমে আসে না! বিদ্রোহ করে না!! জ্বালাও পোড়াও করে না!!! কানাডা বা আমেরিকায় কারো জন্য রাস্তা বন্ধ হয় না। যদি হতো তাহলে গদি উল্টে যেতো।

৫.

বাংলাদেশে প্রতিদিনই কিছু না কিছু নতুন ঘটনা ঘটছে। খুন, রাহাজানি, ধর্ষন, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মাস্তানি, জমি দখল, নদী দখল, বাড়ি দখল, ডাকাতি এসব তো নিত্য ঘটনা। এমন না যে এটা নতুন কিছু। অতীতেও এভাবেই চলেছে। স্মৃতি হাতরালেই দেখা যাবে। সবই একই তালে চলছে। মানুষ সব ভুলে যায়। আজকাল কারো সাথে দেখা হলেই বলে, ভাই দেশটাতো শেষ হয়ে গেলো! কিছু লেখেন। লিখলে কী কিছু হয়!। প্রতিদিনইতো খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে। রঙ মাখিয়েই হচ্ছে। আমরা প্রবাসে বসে লিখলে বরং দেশের অনেকে মনক্ষুন্ন হয়। এই লেখার শুরুর অংশ পড়ে আমার ঢাকার এক বন্ধু খুবই ক্ষুব্দ হয়ে লিখেছে, আমরা যারা প্রবাসে থাকি আমরা নাকি দেশের মানুষকে কীট পতঙ্গের মতো মনে করি। কাথায় কথায় দেশের সমালোচনা করি। কথাটা মিথ্যাও না। অনেকেই করে। সেদিন এক অনুষ্ঠানে একজন বলল, ডিজিটাল বাংলার হচ্ছেটা কি! শেষ হয়ে গেলো তো!

যারা রাজনীতি করে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ব্যপারটা যতদিন না জাগ্রত হবে ততদিন এভাবেই চলতে থাকবে। তারা সাধারন মানুষের কথা ভাবে না। রাজনীতিবিদ, আমলা বা ব্যবসায়ীদের ছেলে মেয়েরা কেউ দেশে থাকে না। তাদের জন্য রয়েছে বিদেশে নিরাপদ আশ্রয়। দুবাই, মালয়েশিয়া, আমেরিকা, কানাডা বা লন্ডনে তাদের রয়েছে সেকেন্ড হোম। তাদের দেশ নিয়ে না ভাবলেও চলে। এতকিছুর পরও বাংলাদেশ একটি সুখী জাতি। যে জাতির সাধারন মানুষের মুখে একবেলা খাবার জুটলে হাসি ফুটে উঠে সে জাতির মতো সুখী জাতি আর হতে পারে না। আর এই সুযোগটাই নেয় রাজনীতিবিদরা। তাদেরকে মিঠে কথায় ভুলিয়ে ভোট নিয়ে লুটপাটে মেতে উঠে।

এই যে এত বড় বিশাল একটি জনগোষ্ঠি তার অর্ধেকেই নারী। তাদেরকে আরো বেশী কর্মের সুযোগ করে দিতে হবে। ঘরে বসে থেকে আরাম আয়েশ আর টিভিতে সিরিয়াল দেখে সময় গুজরান করছে অনেক গৃহবধূ এ প্রসঙ্গে একজন গৃহবধূর লাইফ স্টাইল বর্ণনা করা যাক। ধরা যাক হাইজ ওয়াইফটির নাম ’নী’। ঢাকার ইস্কাটনে স্বামীর আলিশান বাড়ি। নী’র বয়স সাতাশ। নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম হয়েছে। দেখনসই সুন্দর বলে বিয়ে হয়েছে উচ্চবিত্ত পরিবারের একমাত্র ছেলের সাথে। তার একটি চার বছরের সন্তান আছে। ’নী’ প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে সকাল দশটায়। বন্ধের দিন উঠে দুপুর বারোটায়। ওই দু’দিন তার নিজস্ব কাজের লোকদেরও বারোটায় ঘুম ভাঙ্গে। সন্ত ানকে দেখভালের জন্য চারজন ফুলটাইম লোক আছে। স্বামী বাচ্চাকে নিয়ে যায় স্কুলে। ’নী’

বাচ্চাকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে অন্য ভাবীদের সাথে শাড়ি, গয়না, পরকীয়া আর টিভি সিরিয়ালের রগড় আড্ডা জমায়। দুপুরে স্যালাদ খায় আর সিরিয়াল দেখে। বন্ধুদের সাথে এসএমএসের খেলা করে। তারপর সুখের ঘুম। সন্ধ্যায় ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে রেডি। বেড়ানো, শপিং. বিউটি পার্লার, রেষ্টুরেন্টে খাওয়া চলে। আবার রাতে টিভি প্রোগ্রাম। এভাবেই বাংলাদেশের 'নী'রা জীবন যাপন করে। অথচ বিদেশে একজন নারীকে কত কিছু করতে হয়। ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, ড্রাইভিং, সন্তানের দেখভাল, সংস্কৃতি চর্চ্চা, বেড়ানো, পার্টি, সামাজিক কাজকর্ম কত কী।

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে। অথচ দেশে গেলে প্রবাসীরা প্রাপ্য মর্য়াদা পায় না। অনেকে তাদের অবহেলার চোখে দেখে। বিশেষ করে যারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশে যায় তাদের অনেক হেনস্থা হতে হয়। তারপরওতো নিজের দেশই। তার কোনো তুলনা নাই। অনেক খারাপের পাশাপাশি অনেক ভাল কিছুও হচ্ছে নিরবে নিভৃতে.. (চলবে)

jasim.mallik@gmail.com

Toronto

৩মে, ২০১০